শেখ হাসিনার উদ্যোগ

খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
ঠিকরাবন্দ, খুলনা

দুরালাপনী
অফিস/বাসা : ০৪১-৭২১৯৯১
অভিযোগকেন্দ : ০৪১-৮১০৮৯০(১০১-১১৬)
ফ্যাক্স : +৮৮০৪১-৭২১৯৯১
ই-মেইল : khulnapbs@yahoo.com

স্মারক নং-২৭.১২.৪৭১২.৫৩৩.০১.০২১.১৯.২৭৭২

তারিখঃ- ০৭ আশ্বিন/১৪২৬বঙ্গাঃ
২২ সেপ্টেম্বর/২০১৯খ্রিঃ

বিষয়ঃ- মুদ্রন সামগ্রী সরবরাহের রিকুয়েষ্ট ফর কোটেশন (RFQ) আহবান প্রসঙ্গে।

নিম্নের বর্ণনা অনুযায়ী মুদ্রন সামগ্রী সরবরাহের জন্য **RFQ** পদ্ধতিতে খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক বাংলাদেশের প্রকৃত উৎপাদনকারী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

দরপত্র নং	বিবরণ	পরিমান	একক মূল্য	মোট মূল্য
২২/ ২০১৯-২০২০	পল্লী বিদ্যুতের উঠান বৈঠক সংক্রান্ত লিফলেট, সাইজ- ১১.৫" X ৮.৫" (নিউজ প্রিন্ট সাদা কাগজে ছাপা, ১ম পৃষ্ঠায় মূদ্রিত) (সংযুক্ত নমুনা মোতাবেক)	৩,০০,০০০ কপি		
		মোট =		

কথায়-

০১॥ রিকুয়েষ্ট ফর কোটেশন (RFQ) জমা দেয়ার তারিখ ও সর্বশেষ সময়ঃ- ২৯/০৯/২০১৯ তারিখ , দুপুর ১২:০০ ঘটিকা।

০২॥ (RFQ) জমা দেয়ার স্থান : পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (পশ্চিমাঞ্চল) পরিদপ্তর , বাপবিবো, ঢাকা ও খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, ঠিকরাবন্দ, খুলনা।

০৩॥ (RFQ) খোলার তারিখ, সময় ও স্থান : ২৯/০৯/২০১৯ তারিখ, দুপুর ১২:৩০ ঘটিকা, পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (পশ্চিমাঞ্চল) পরিদপ্তর , বাপবিবো, ঢাকা ও খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, ঠিকরাবন্দ, খুলনা।

শর্তাবলীঃ-

০১॥ দরপত্রে উপরে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে যে কোন দিন (সরকারী ছুটি ও সাপ্তাহিক ছুটির দিন ব্যতীত) অফিস সময়ে ব্যক্তিগত ভাবে/ ডাকযোগে/কুরিয়ার যোগে উপরোক্ত দপ্তরে রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে দরপত্র দাখিল করতে পারবেন। নির্ধারিত সময়ের পর কোন দরপত্র গ্রহন করা হবে না। দাখিলকৃত দরপত্র সমূহ বর্ণিত সময় সূচী অনুযায়ী দাখিলকৃত স্থানে দর দাতাদের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) খোলা হবে।

০২॥ দরপত্রের বিপরীতে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে খামে সীল গালা ব্যবহার পূর্বক দর দাখিল করতে হবে। দরপত্রের সাথে বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনাক্তকরণ নম্বর (TIN), ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর, ব্যাংক সলভেন্সী সনদ ও অভিজ্ঞতা সনদ (যদি থাকে) এর সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।

০৩॥ খামের উপর "মূদ্রণ সামগ্রী সরবরাহ " কথাটি স্পষ্টাকারে লিখতে হবে এবং ২৯/০৯/২০১৯ তারিখ ১২.৩০ ঘটিকার পূর্বে খোলা যাবেনা মর্মে লিখতে হবে। অসম্পূর্ন দরপত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

০৪॥ দরপত্রে উদ্ধৃত একক দর এবং মোট দর স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। দরপত্রে কোন প্রকার কাটাকাটি /ওভার রাইটিং/ ফ্লুইড ব্যবহার গ্রহনযোগ্য হবে না। দরপত্র সঠিক ভাবে পূরণ করতঃ প্রতিষ্ঠানের মালিক অথবা ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধিকে দরপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে।

০৫॥ দরপত্রে একক দর ও মোট উদ্ধৃত দরের মধ্যে কোন গাণিতিক ভুল থাকলে সর্ব ক্ষেত্রে একক দর গ্রহনযোগ্য দর হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

০৬॥ দরপত্র বা মালামালের স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে কারও কোন জিজ্ঞাসা থাকলে/ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে তা দরপত্র দাখিলের নির্ধারিত সময়ের কমপক্ষে ০৩(তিন) দিন পূর্বে উপরোক্ত ঠিকানায় লিখিতভাবে জানাতে হবে।

০৭॥ তালিকায় উল্লেখিত লিফলেটের পরিমান সর্বোচ্চ ২০% কম/বেশী করবার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত।

০৮॥ সর্বনিম্ন ও সর্বোতভাবে রেসপনসিভ দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে মালামাল সরবরাহের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হবে। কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান মালামাল ডেলিভারী প্রদানের প্রাক্কালে পবিসের এক বা একাধিক কর্মকর্তার উপস্থিতিতে মালামালের গুনগত মান (নমুনা মোতাবেক) সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে মালামাল গ্রহন করা হবে।

০৯॥ কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সর্বোচ্চ ০৭(সাত) দিনের মধ্যে নিজ দায়িত্বে ও নিজ খরচে খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদর দপ্তরে অবশ্যই মালামাল সরবরাহ করতে হবে।

১০॥ দরপত্রে উল্লেখ নাই এমন কোন বিষয়ে সমস্যার উদ্ভব হলে খুলনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১১॥ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র গ্রহন বা বাতিল করার সকল ক্ষমতা অত্র পবিস কর্তৃপক্ষ সংরক্ষন করেন।

সংযুক্তিঃ পল্লী বিদ্যুতের উঠান বৈঠক সংক্রান্ত লিফলেট।

২২/৯/১২
(মোহম্মদ রেজায়েত আলী)
জেনারেল ম্যানেজার (অঃদাঃ)

অনুলিপিঃ- (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১॥ পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (পশ্চিমাঞ্চল) পরিদপ্তর, বাপবিবো,ঢাকা
০২॥ জেলা প্রশাসক, খুলনা।
০৩॥ পুলিশ সুপার,খুলনা।
০৪॥ সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/ জেনারেল ম্যানেজার .....পবিস-১/২/৩/৪
০৫॥ নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প বিভাগ, বাপবিবো,খুলনা।
০৬॥ ডিজিএম-সদর-কারিগরী,পাইকগাছা জোনাল অফিস, খুলনা পবিস।
০৭॥ এজিএম (অর্থ/এমএস),খুলনা পবিস।
০৮॥ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (আইটি), খুলনা পবিস (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো)
০৯॥ মেসার্স----------।
১০॥ নোটিশ বোর্ড, সদর দপ্তর, খুলনা পবিস।
১১॥ অফিস/মাষ্টার কপি।

নোটিশ বোর্ডে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২২/৯/১২
জেনারেল ম্যানেজার (অঃদাঃ)
খুলনা পবিস।

শেখ হাসিনার উদ্যোগ

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001Certified

পল্লী বিদ্যুতের উঠান বৈঠক

সুপ্রিয় সম্মানিত গ্রাহক,

১। আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ভাল আছেন। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে ৩০ বছরে পল্লী বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা ছিল মাত্র ৭৪ লক্ষ। বর্তমান সরকারের আমলে ১০ বছরে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২ কোটি ৭২ লক্ষ। তখন আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহের সক্ষমতা ছিল মাত্র ২০০০ মেঘাওয়াট। আজ আমরা পল্লী অঞ্চলে প্রতিনিয়ত সরবরাহ করছি ৭০০০ মেঘাওয়াট। ৪৬১টি উপজেলার মধ্যে ইতোমধ্যে ৩৪০টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়িত হয়েছে। কেবলমাত্র ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগের মাধ্যমে অবশিষ্ট ১২১টি উপজেলা আগামী জুন মাসের মধ্যেই সমাপ্ত হবে বলে আশা করছি। তখন পল্লী বিদ্যুৎ এলাকার শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসবে।

২। ঘরে ঘরে দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া সম্ভব হলেও নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহে আমাদের কিছুটা সমস্যা রয়েছে। এ লক্ষ্যে আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি। প্রাকৃতিক দূর্যোগ, কারিগরী সমস্যা ইত্যাদি কারণে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে। এতে কোন কোন সময় আপনাদের কিছুটা ভোগান্তি হচ্ছে। তাছাড়া বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে দালালদের দৌরাত্ব রয়েছে। পল্লী অঞ্চলের গ্রাহকদের দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ হয়রানিমুক্ত সরবরাহের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার প্রকল্প গ্রহন, অর্থ প্রদানসহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সার্বিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছেন। ফলশ্রুতিতে "শেখ হাসিনার উদ্যোগ - ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের মহান নেতা স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের "সোনার বাংলা" বিনির্মান দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলছে। আজ গ্রাম বাংলার সর্বত্র উন্নয়নের কর্মকান্ড দ্রুত গতিতে দৃশ্যমান হচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবে। এ লক্ষ্যে সর্বত্র বিদ্যুতের কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

৩। জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে "মুজিব বর্ষ" (১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১) পালিত হবে। এ বর্ষকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করার জন্য আমরা "মুজিব বর্ষ - পল্লী বিদ্যুতের সেবা বর্ষ" হিসেবে পালন করবো। এ এক বছর আমরা পল্লী অঞ্চলের আমাদের সম্মানিত গ্রাহকদের নিকট গিয়ে "উঠান বৈঠক" করব। এ বৈঠকের মাধ্যমে আমরা আপনাদের সমস্যা সরাসরি আপনাদের মুখ থেকে শুনে দ্রুততম সময়েই সমাধান করব। "উঠান বৈঠকে" নিম্মের বিষয়সমূহ আলোচনা করা যেতে পারে:

(ক) গ্রাহক হয়রানি নির্মুল ও দালাল প্রতিরোধের মাধ্যমে উত্তম গ্রাহক সেবা প্রদান;

(খ) নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ;

(গ) "রাইট-অফ-ওয়ে" বাস্তবায়ন;

(ঘ) পরিমিত বিদ্যুৎ ব্যবহার; নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ; অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার/ বিদ্যুৎ চুরি/পার্শ্ব সংযোগ হ্রাসকরণ;

(ঙ) বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ।

৪। আমি বিশ্বাস করি " পল্লী বিদ্যুতের উঠান বৈঠকের" মাধ্যমে আপনাদের সমস্যাবলী জানার আমাদের সুযোগ সৃষ্টি হবে। হয়রানিমুক্তভাবে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে আপনাদের বিজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবো। তাই "পল্লী বিদ্যুতের উঠান বৈঠক" কে ফলপ্রসূ ও সার্থক করার জন্য আমি আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। বিষয়টি সকলকে অবহিত করুন এবং অন্যদেরকে নিয়ে "উঠান বৈঠকে" যোগদান করুন। আমার পত্রটি পাঠ করার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভাল থাকুন। আল্লাহ্ হাফেজ।

মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড